যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

"শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন"

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, উপস্থিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও যমুনা অয়েল কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম,

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারগণকে স্বাগত জানাই। যমুনা অয়েল কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি জ্বালানি তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহকারী একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আপনারা সেই প্রতিষ্ঠানের সফলতার অংশীজন হিসেবে আমি আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১৮৪, ১৯৮৭ সালের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ রুল্‌স ১২ এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক আন্তর্জাতিক হিসাব মান (আইএএস) ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) এর আলোকে গৃহীত বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (বিএএস) এবং বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন মান (বিএফআরএস) অনুসারে প্রস্তুতকৃত যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

ব্যবসায়িক চিত্রঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্বালানি তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন করে থাকে। এ কোম্পানির সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজতর উপায় ও সুলভ মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেল যথা, অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, কেরোসিন, জুট ব্যাচিং অয়েল সরবরাহ নিশ্চিত করা। দেশের সকল শহর উপশহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে এ কোম্পানি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও কোম্পানি অন্যান্য পণ্য যথা লুব অয়েল, গ্রিজ, বিটুমিন এবং এলপিজি বাজারজাত করে আসছে। এ ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোম্পানিকে সরকারি পলিসি ও নীতিসমূহ সহায়তা প্রদান করছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির পণ্য বিক্রয় সার্বিকভাবে বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জ্বালানি তেল নির্ভর সরকারি/ বেসরকারি পাওয়ার প্লান্ট সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল আমদানির সুযোগ থাকায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানীকৃত এলএনজি এর ব্যবহার শুরু হওয়ায় এ দুটি পণ্য বিক্রয় ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হবে। এরই মধ্যে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসায় কেরোসিনের চাহিদা ও বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বেসরকারি পর্যায়ে লুব ও গ্রীজ, এলপিজি ও বিটুমিনের ব্যবসায় উন্মুক্ত করার প্রেক্ষিতে বে-সরকারি পর্যায়ে এসব পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মূল্য অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় কোম্পানি পণ্য সমূহ বিপণনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হচ্ছে। এছাড়া যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহার শুরু হওয়ায় পেট্রোল ও অকটেন এর চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। তবে কোম্পানির সুবিন্যস্ত বিক্রয় নেটওয়ার্ক এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে লুব অয়েলসহ অন্যান্য জ্বালানি তেলের বিপণন প্রসারের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ কোম্পানি সকল ধরণের জ্বালানিসহ লুব ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপিজি বিক্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি এ সকল খাত থেকে আশানুরূপ আয় অর্জনে সক্ষম হবে।

বিপণন কার্যক্রম:

২০১৭-১৮ ও ২০১৬ - ১৭ অর্থ বছরে কোম্পানি কর্তৃক বিপণনকৃত পণ্যের পরিমাণগত তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

মেট্রিক টন

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	বেশি/(কম)	
				%
অকটেন	৬১,২৩৪	৫০,৭৭৩	১০,৪৬১	২০.৬০
পেট্রোল	৮৮,৫৮৪	৭৫,৪৬০	১৩,১২৪	১৭.৩৯
কেরোসিন	৪৮,৭০৬	৫৮,৬৯৯	(৯,৯৯৩)	(১৭.০২)
ডিজেল	১৩,৭৪,৩১৫	১২,০৯,৭৮৯	১,৬৪,৫২৬	১৩.৬০
ফার্নেস অয়েল	২,৩৬,৮৬৬	২,৪৭,৬৭৪	(১০,৮০৮)	(৪.৩৬)
জুট ব্যাচিং অয়েল	৪,৮৩২	৪,৪৬৭	৩৬৫	৮.১৭
এম টি টি	১৪	৩৫	(২১)	(৬০.০০)
মোট পেট্রোলিয়াম অয়েল	১৮,১৪,৫৫১	১৬,৪৬,৮৯৭	১,৬৭,৬৫৪	১০.১৮
লুব ও গ্রীজ	৪,৪৩৭	৪,৫৪২	(১০৫)	(২.৩১)
বিটুমিন	১১,০৮১	১৩,০২৩	(১,৯৪২)	(১৪.৯১)
এলপিজি	৩,৮৯০	৩,৯২১	(৩১)	(০.৭৯)
অন্যান্য মোট	১৯,৪০৮	২১,৪৮৬	(২,০৭৮)	(৯.৬৭)
সর্বমোট	১৮,৩৩,৯৫৯	১৬,৬৮,৩৮৩	১,৬৫,৫৭৬	৯.৯২

উপর্যুক্ত সারণী থেকে লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোম্পানির পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৮,৩৩,৯৫৯ মেট্রিক টন যা বিগত বছরের তুলনায় ১,৬৫,৫৭৬ মেট্রিক টন বা ৯.৯২% বেশী। যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বিপণনকৃত পণ্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম অয়েল ১৮,১৪,৫৫১ (৯৮.৯৪%) মেট্রিক টন এবং অন্যান্য পণ্য ১৯,৪০৮ (১.০৬%) মেট্রিক টন। বিপণনকৃত পেট্রোলিয়াম অয়েলের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে, ডিজেল ১৩,৭৪,৩১৫ (৭৪.৯৪%) মেট্রিক টন এবং এর পরেই ফার্নেস অয়েলের অবস্থান, ২,৩৬,৮৬৬ (১২.৯২%) মেট্রিক টন। এছাড়া, অন্যান্য পণ্যের বিপণন শেয়ার হলো যথাক্রমে, কেরোসিন ২.৬৬%, পেট্রোল ৪.৮৩%, অকটেন ৩.৩৩%, জুট ব্যাচিং অয়েল ০.২৬%, বিটুমিন ০.৬১%, লুব ও গ্রীজ ০.২৪% এবং এলপিজি ০.২১%। উল্লিখিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ের তথ্যাদি নিচের পাই চার্টের মাধ্যমেও প্রদর্শন করা হলো:

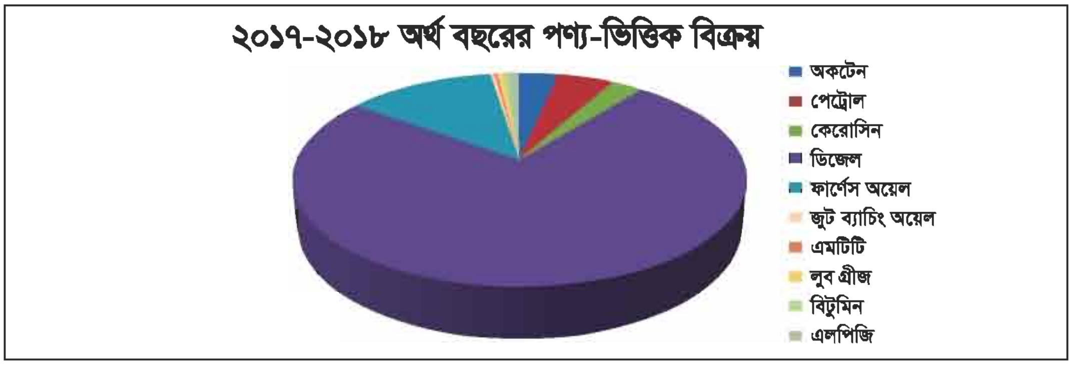

উপরোক্ত বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেনের বিক্রয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৩.৬০%, ১৭.৩৯% ও ২০.৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূলত ডিজেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার বিভিন্ন ফ্রাকশনেশন প্লান্ট কর্তৃক অবৈধভাবে অকটেন ও পেট্রোল বিপণনে কড়াকড়ি আরোপ করায় এবং স্বাভাবিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে পেট্রোল ও অকটেনের বিক্রয় উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও একই সাথে বিদ্যুতের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি তথা নতুন নতুন এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার ফলে কেরোসিন বিক্রয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৭.০২% হ্রাস পেয়েছে। সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত বিদ্যুৎ প্লান্টে ফার্নেস অয়েলের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ফার্নেস অয়েলের বিক্রয় ৪.৩৬% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রোডাক্টের বিক্রয় হ্রাস বা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ফলাফল সংক্রান্ত তথ্যাদি: (হিসাব: টাকায়)

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	(হ্রাস)/বৃদ্ধি	(হ্রাস)/বৃদ্ধি হার (%)
মোট পরিচালন আয়	১৬৮,১২,২১,২৬০.০০	১ ৬৩,৮৬,৩০,৮৭০.০০	৪,২৫,৯০,৩৯০.০০	২.৬০
মোট ব্যয়	১০৭,৩৪,৯৯,১৯৯.০০	১৩২,১৭,৭৩,৮৬৪.০০	(২৪,৮২,৭৪,৬৬৫.০০)	(১৮.৭৮)
পরিচালন মুনাফা	৬০,৭৭,২২,০৬১.০০	৩১,৬৮,৫৭,০০৬.০০	২৯,০৮,৬৫,০৫৫.০০	৯১.৮০
অন্যান্য আয়	৩২৮,৪৫,৩১,৪৭১.০০	২৮১,৯৪,৩৪,৯১৭.০০	৪৬,৫০,৯৬,৫৫৪.০০	১৬.৫০
নীট মুনাফা	৩৮৯,২২,৫৩,৫৩২.০০	৩১৩,৬২,৯১,৯২৩.০০	৭৫,৫৯,৬১,৬০৯.০০	২৪.১০
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে বরাদ্দ (৫%)	১৯,৪৬,১২,৬৭৭.০০	১৫,৬৮,১৪,৫৯৬.০০	৩,৭৭,৯৮,০৮১.০০	২৪.১০
সহযোগী কোম্পানির মুনাফার অংশ	১,৭৩,৯৮,৪৩১.০০	-	১,৭৩,৯৮,৪৩১.০০	১০০.০০
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৭১,৫০,৩৯,২৮৬.০০	২৯৭,৯৪,৭৭,৩২৭.০০	৭৩,৫৫,৬১,৯৫৯.০০	২৪.৬৯
আয়কর বাবদ বরাদ্দ	৯০,৪৩,০৩,১৮৫.০০	৭৩,৬৮,৬৬,৪৮৮.০০	১৬,৭৪,৩৬,৬৯৭.০০	২২.৭২
আয়কর বাদ নীট মুনাফা	২৮১,০৭,৩৬,১০১.০০	২২৪,২৬,১০,৮৩৯.০০	৫৬,৮১,২৫,২৬২.০০	২৫.৩৩
শেয়ার প্রতি আয়	২৫.৪৫	২০.৩১	৫.১৪	২৫.৩১
নীট সম্পদ	১৮৮০,৯৯,১১,৫৪১.০০	১৮৪৩,৮৪,৭৩,০৪৪.০০	৩৭,১৪,৩৮,৪৯৭.০০	২.০১
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ	১৭০.৩৪	১৬৬.৯৮	৩.৩৬	২.০১

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পণ্য বিক্রি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে বিপণন মার্জিন বৃদ্ধির ফলে বিগত বছরের তুলনায় পরিচালন আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় ২৪.৮৩ কোটি টাকা বা ১৮.৭৮% হ্রাস পেয়েছে। মূলতঃ বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা খাতে ব্যয়.হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য বছরে ব্যয়.হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৫ ও ২০১৬ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে সম্পাদিত দ্বি-বার্ষিক চুক্তিনামার বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছিল যা আলোচ্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে করতে হয়নি। পরিচালন আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়.হ্রাসের কারণে পরিচালন মুনাফা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৯.০৯ কোটি টাকা বা ৯১.৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অন্যান্য আয় ৪৬.৫১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শ্রমিক অংশীদরিত্ব ও কল্যাণ তহবিলে বরাদ্দপূর্ব নীট মুনাফা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৫.৬০ কোটি টাকা বা ২৪.১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সাথে বাৎসরিক ফলাফলের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল না।

আলোচ্য অর্থ বছরে শ্রমিক অংশীদরিত্ব ও কল্যাণ তহবিলে নীট মুনাফার ৫% বাবদ বরাদ্দ বাদ দিয়ে ও সহযোগী কোম্পানি ওমেরা ফুয়েলস্ লিমিটেডের মুনাফা যোগ করে আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা হয়েছে ৩৭১.৫০ কোটি টাকা, যা হতে আয়কর খাতে বরাদ্দ বিবেচনায় নিয়ে আয়কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ২৮১.০৭ কোটি টাকা, যা বিগত বছরের চাইতে ৫৬.৮১ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৫.৩৩% বেশী। একইভাবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শেয়ার প্রতি আয় অর্জিত হয়েছে ২৫.৪৫ টাকা, যা বিগত বছরের ২০.৩১ টাকার তুলনায় ৫.১৪ টাকা বেশী। ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭০.৩৪ টাকা, যা ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখের ১৬৬.৯৮ টাকার চেয়ে ৩.৩৬ টাকা অর্থাৎ ২.০১% বেশী। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পরও এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড এর শেয়ারের বাজার মূল্য.হ্রাস পাওয়ায় এ কোম্পানির মালিকানাধীন শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের পরিমান আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

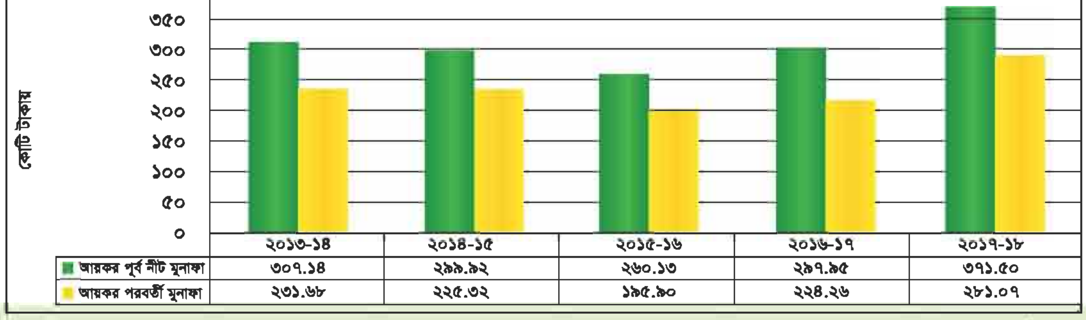

সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে লেনদেন :

যমুনা অয়েল কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের লেনদেন বিষয়ে সংযুক্ত ২০১৭-২০১৮ সালের নিরীক্ষিত হিসাবের নোট নং ২.১০ ও ৩৪ এ উল্লেখিত আছে।

বিনিয়োগঃ

সহযোগী কোম্পানিতে বিনিয়োগঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বিগত ২৬ জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে উক্ত কোম্পানির অংশীদারিত্ব লাভ করে। এ যৌথ উদ্যোগী কোম্পানিতে ২৫% শেয়ার বাবদ যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে। মবিল যমুনা ফুয়েলস্ লিমিটেড (এমজেএফএল) এর নাম পরিবর্তন করে ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড (ওএফএল) করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের বিপরীতে ২৫% শেয়ারের জন্য ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৮৭,৭০,০০০টি শেয়ারের মালিকানা রয়েছে।

ওমেরা ফুয়েল্স লিমিটেড এর নির্ধারিত জমিতে প্রতিটি ৫,০০০ মেট্রিক টন ক্যাপাসিটির মোট ১৪টি ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করে ৭০,০০০ মেট্রিক টন মজুদ ধারণ ক্ষমতার আন্তর্জাতিক মানের ট্যাংক টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আগষ্ট-২০১৩ হতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ওমেরা ফুয়েলস্ লিমিটেড ৯৬,৪২,৫১,৮০০.০০ টাকা ব্যয়ে ইস্টার্ণ ফিশারিজ লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে ওমেরা ট্যাংক টার্মিনাল লিমিটেড নামীয় একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে এবং উক্ত সাবসিডিয়ারী কোম্পানিতে ওএফএল এর শেয়ারের পরিমাণ ৯৯.৯৯৯%। এছাড়া ওমেরা লজিষ্টিকস্ লিমিটেড নামীয় একটি কোম্পানীতে ২০% শেয়ারের বিপরীতে ১১.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড (ওএফএল) এ অত্র কোম্পানির ২৫% শেয়ারের মালিকানা থাকায় এবং কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অত্র কোম্পানির ভূমিকা থাকায় কোম্পানিটিকে সহযোগী কোম্পানি হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড (ওএফএল) এ কোম্পানির বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব আলোচ্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ইক্যুয়িটি একাউন্টিং মেথড এ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড আয়কর পরবর্তী মুনাফা অর্জন করেছে ৬,৯৫,৯৩,৭২৫.০০ টাকা যার ২৫% হিস্যা বাবদ ১,৭৩,৯৮,৪৩১.০০ টাকা অত্র কোম্পানির মুনাফার সাথে যুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারের নেট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ৯৫.৭৬ টাকা অর্থাৎ ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেডে ৮৭৭.০০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে ৮৩৯৮.১৫ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কোম্পানি ওমেরা ফুয়েল্স লিমিটেড থেকে আরও অধিক হারে মুনাফা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

শেয়ারে বিনিয়োগঃ

২৬ জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিটেড (এমজেএলএল)" গঠনের বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব লাভ করে। এ যৌথ উদ্যোগী কোম্পানিতে ২৫% শেয়ার বাবদ যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে। পরবর্তীতে মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিটেড এর নাম পরিবর্তন করে এমজেএল (বাংলাদেশ) লিমিটেড করা হয়েছে। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা মূল্যমানের আইপিও বাজারে ছাড়ে এবং সেপ্টেম্বর ২০১১ মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত হয়। আইপিও এর মাধ্যমে ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকার (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে ৪,০০,০০,০০০ শেয়ার) শেয়ার ইস্যু পরবর্তী এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেডে এ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডিং পজিশন ১৯.৪৫% এ উপনীত হয়।

এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড ০৮-০৫-২০০৩ তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড হতে নগদ লভ্যাংশ হিসেবে ১০৬৫৫.০৯ লক্ষ টাকা এবং বোনাস শেয়ার হিসাবে ৪,৯৯,১৭,৫২৪ টি শেয়ার অর্জিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে যমুনা অয়েল কোম্পানি'র মালিকানায় বোনাস শেয়ারসহ সর্বমোট শেয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫,৮৬,৮৭,৫২৪ টি; যার বাজার মূল্য প্রতিটি ১০১.১০ হারে (৩০-০৬-২০১৮ তারিখ অনুযায়ী) মোট ৫৯৩,৩৩,০৮,৬৭৬.০০ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড ৪৫% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করে। ঘোষিত লভ্যাংশ অনুযায়ী এ কোম্পানি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নগদ লভ্যাংশ হিসেবে ২৬,৪০,৯৩,৮৫৮.০০ টাকা অর্জন করেছে। এছাড়া এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য ৪৫% হারে নগদ লভ্যাংশ ও ৫% বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। যা হতে এ কোম্পানি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নগদ লভ্যাংশ হিসাবে ২৬,৪০,৯৩,৮৫৮.০০ টাকা এবং বোনাস লভ্যাংশ হিসাবে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যমানের ২৯,৩৪,৩৭৬ টি শেয়ার অর্জন করবে, যার ফলে এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেডে এ কোম্পানির মালিকানাধীন শেয়ারের পরিমান দাঁড়াবে ৬,১৬,২১,৯০০ টি।

স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ :

এ কোম্পানি রিজার্ভ ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি খাতে সঞ্চিতি ও অবচয় খাতে সঞ্চিতি হতে দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী আমানত হিসাবে বিভিন্ন ব্যাংকে ও আইসিবি'তে সর্বমোট ৬৮০৬৭.২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। উক্ত বিনিয়োগ হতে আলোচ্য বছরে ৫৩১১.৩৫ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

কোম্পানির শেয়ার মূলধন কাঠামো :

	টাকা
অনুমোদিত মূলধন:	
৩০,০০,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে	৩০০,০০,০০,০০০.০০
পরিশোধিত মূলধন:	
১১,০৪,২৪,৬০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে ইস্যুকৃত	১১০,৪২,৪৬,০০০.০০

শেয়ারহোল্ডারের শ্রেণি বিভাজন :

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে শেয়ারহোল্ডিং চিত্র		
	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা	শেয়ার সংখ্যা	%
ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	১	৬,৬৩,৪৬,৭৭৪	৬০.০৮
খ) প্রাতিষ্ঠানিক (আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান)	৩১৮	২,৯৮,৩৪,০৭৮	২৭.০২
স্থানীয়	২৭৬	২,৬৯,৮৬,৯৫৮	২৪.৪৪
বৈদেশিক	৪২	২৮,৪৭,১২০	২.৫৮
গ) ব্যক্তি	৯,০৪৪	১,৪২,৪৩,৭৪৮	১২.৯০
স্থানীয়	৮,৯৭২	১,৪১,০৭,৮৩১	১২.৭৭
অনিবাসী বাংলাদেশী	৬০	১,০৭,৯৮০	০.১০
বিদেশী	১২	২৭,৯৩৭	০.০৩
সর্বমোট :	৯,৩৬৩	১১,০৪,২৪,৬০০	১০০.০০

৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং এর অবস্থান

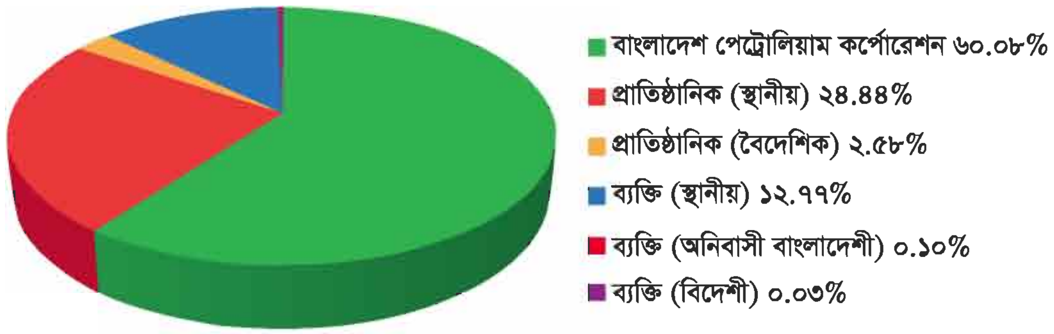

আর্থিক ফলাফল ও বন্টন :

ক। আর্থিক ফলাফল :

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ (টাকা)
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৭১,৫০,৩৯,২৮৬.০০
আয়কর বাবদ বরাদ্দ	৯০,৪৩,০৩,১৮৫.০০
আয়কর বাদ নীট মুনাফা	২৮১,০৭,৩৬,১০১.০০
পূর্ববর্তী বৎসরের অবন্টিত লাভের জের	২৮,১৪,৯৫,৪৩২.০০
বন্টনযোগ্য মুনাফা	৩০৯,২২,৩১,৫৩৩.০০

খ। বন্টনের সুপারিশ :

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ (টাকা)
১৩০% নগদ লভ্যাংশ ১১০,৪২,৪৬,০০০ টাকা পরিশোধিত মূলধনের বিপরীতে	১৪৩,৫৫,১৯,৮০০.০০
সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর	১৩৪,০০,০০,০০০.০০
পরবর্তী বছরে অবন্টিত মুনাফা খাতে স্থানান্তর	৩১,৬৭,১১,৭৩৩.০০
সর্বমোট =	**৩০৯,২২,৩১,৫৩৩.০০**

লভ্যাংশ:

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ, চলতি বছরের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং মূলধনী ব্যয় পর্যালোচনা করে পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য ১৩০% হারে নগদ লভ্যাংশ অর্থাৎ শেয়ার প্রতি ১৩.০০ টাকা প্রদানের সুপারিশ করেছে। আলোচ্য বছরে নীট আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালনা পর্ষদ বিগত বছরের তুলনায় ২০% বেশী লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। লভ্যাংশ পরিশোধে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪৩,৫৫,১৯,৮০০.০০ টাকা প্রয়োজন হবে।

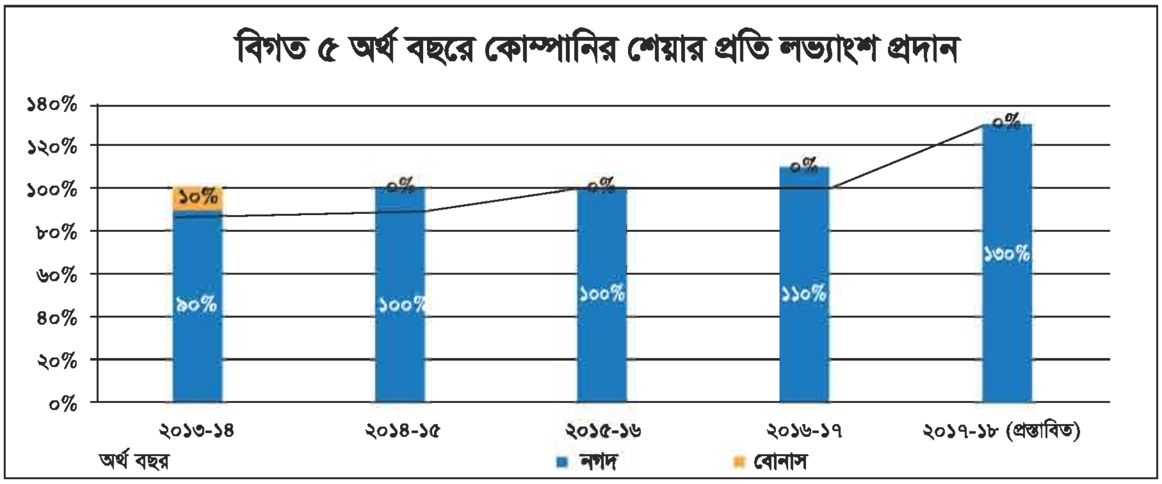

সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব :

সরকারি কোষাগারে কোম্পানি কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অর্থ জমা প্রদানের খাতওয়ারী বিবরণ নিম্নরূপ :

লক্ষ টাকা

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭
মূসক	৫৬৩.০৭	৫৩৫.২৩
আয়কর	৭,৯১০.৬৫	৬,৯৩৩.৬২
অন্যান্য	১৮৬.৬৮	১৮২.৩২
মোট	৮,৬৬০.৪০	৭,৬৫১.১৭

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোম্পানি মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আয়কর ও অন্যান্য খাতে সরকারি কোষাগারে সর্বমোট ৮,৬৬০.৪০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭,৬৫১.১৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এ অর্থ বছরে জাতীয় কোষাগারে ১,০০৯.২৩ লক্ষ টাকা বেশি জমা দেয়া হয়েছে।

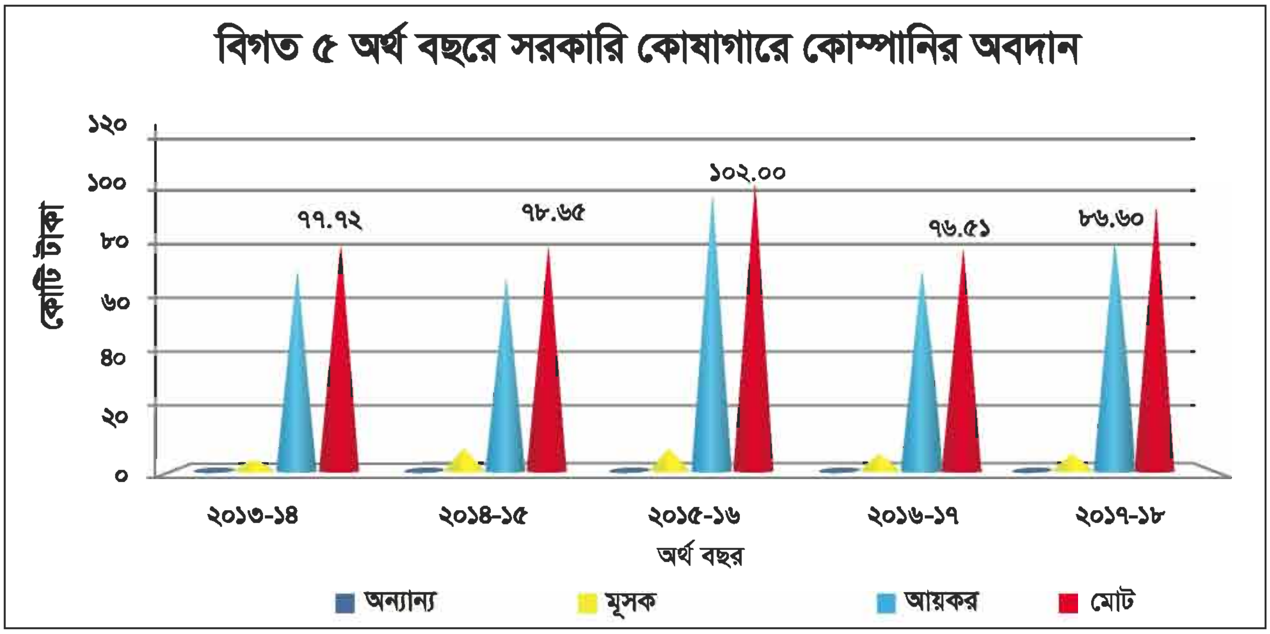

কর্পোরেট গভর্নেন্স:

এ কোম্পানি কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সু-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় কোম্পানিতে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম এর আওতায় ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং এর প্রচলন করা হয়েছে। এ কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্ত হয়েছে বিধায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি-বিধান অনুযায়ী কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও শেয়ার মালিকানার বিষয়ে প্রতিবেদন যথাসময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়। আপনাদের অবগতির জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নাম্বার BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখঃ ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন ও আর্থিক তথ্যাদি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে (Annexure A, B, C, I-IV)।

সামাজিক দায়বদ্ধতা :

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড একটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি হিসেবে এর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। কোম্পানি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদানসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও মসজিদ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ২৯.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৫০ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও অনুরূপ সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও উৎকর্ষ সাধনে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সদা সচেষ্ট। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থার গুণগত ও পরিমাণগত মান মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় নিয়মানুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাথে এ কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র ২০১৮-২০১৯ সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত কার্যক্রম দক্ষতার সাথে ও ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ সালের সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল :

সরকারের নির্দেশনা অনুসারে কোম্পানি পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অংশীজনের অংশগ্রহণে ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে মোট ৮৮ জনকে শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর বিধান অনুসারে ১ জনকে পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের

আওতায় ই-গভর্নেন্স, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতির সহজীকরণ, জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ অন্যান্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লিখিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক :

এ অর্থ বছরে কোম্পানির শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ২ বছর অন্তর দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবীনামা নিস্পত্তি করা হয়ে থাকে। আলোচ্য অর্থ বছরে ২০১৭ ও ২০১৮ সালের জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লেবার ইউনিয়ন এর মধ্যে দ্বি-বার্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদনের লক্ষে আলোচনা অব্যাহত আছে। কোম্পানির জনবলের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া, কর্মপরিচালনা এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান সু-সম্পর্কের কারণে কোম্পানি ভবিষ্যতে আরও অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান মানব সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ কোম্পানিতে একদল দক্ষ মানব সম্পদ রয়েছে। এ মানব সম্পদের মান আরও উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরে মোট ৪২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, সি পি টি, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI) এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ বিশেষ অবদান রেখেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এ বছরে বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বনভোজন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। এ কোম্পানি বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ গুরুত্বসহকারে পালন করে থাকে। এছাড়া কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের পোষ্যগণের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল করার উৎসাহ পায়। জ্বালানি তেল পরিবহণ কার্যক্রমের ফলে নদী দূষণ বা অন্য কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ যাতে সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং এতদ্বিষয়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করেছে।

অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাখ্যা :

৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থ-বছরের অডিট রিপোর্টে যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক ৩ টি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য এ বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলোঃ

যুগ্ম-নিরীক্ষক এর পর্যবেক্ষণ	পরিচালনা পর্ষদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা
i) The Company's Trade receivables are carried forward in the statement of financial position amounting to Tk. 1,763,198,937. Out of which Tk. 134,579,366, Tk. 50,140,000 and Tk. 57,71,000 has remaining as receivable from Power Development Board, Bangladesh Chemical Industries Corporation and Chittagong City Corporation respectively since long time. The company made correspondences with the parties to realise the long outstanding balances but the amount are yet to be realized. Further, the company netted off Tk. 6,879,541 of advance/payable to other customers with trade Receivables. Management was unable to provide adequate evidence relating to other customers and basis of provision for doubtful debts. (Note-10.01)	৩০ জুন ২০১৮ তারিখে কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনার বিপরীতে যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক দেনা পাওনার ব্যালেন্স নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহ অদ্যাবধি পত্রদ্বারা নিশ্চিত করে নাই। নিম্মে বিবিধ দেনাদারদের খাতে স্থিতির বিবরণ উল্লেখ করা হয় : প্রতিষ্ঠানের নাম — টাকা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড - ১৩,৪৫,৭৯,৩৬৬.০০ বাংলাদেশ রেলওয়ে - ১২৫,০৯,৬৩,৩০১.০০ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা - ৫,০১,৪০,০০০.০০ প্রতিরক্ষা - ১৬,০০,৪২,৮৯৮.০০ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ - ১১,৫৩,০০,৪৩৪.০০ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন - ৫৭,৭১,০০০.০০ বলাকা ফিলিং স্টেশন - ৪,৪৩,৭১,২৩৭.০০ কোরাল শিপিং লাইন্স - ১,৪৬,৯৪,৫৬৭.০০ অন্যান্য ক্রেতার পাওনা - (৬৮,৭৯,৫৪১.০০) **মোট** : ১৭৬,৮৯,৮৩,২৬৩.০০ বাদ প্রভিশন : ৫৭,৮৪,৩২৬.০০ **সর্বমোট** : ১৭৬,৩১,৯৮,৯৩৭.০০

যুগ্ম-নিরীক্ষক এর পর্যবেক্ষণ	পরিচালনা পর্ষদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা
	বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে বিপিসি'র মাধ্যমে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও প্রতিরক্ষা থেকে যথাক্রমে ৭৪,০৯,১১,৯৬১.০০ টাকা, ১১,৫৩,০০,৪৩৪.০০ টাকা এবং ৩,১৪,১২,৮০০.০০ টাকা আদায় হয়েছে। সর্বমোট আদায় হয়েছে ৮৮,৭৬,২৫,১৯৫.০০ টাকা। বর্তমানে ৮৭,৫৫,৭৩,৭৪২.০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। তন্মধ্যে বলাকা ফিলিং স্টেশনের দেনা ৪,৪৩,৭১,২৩৭.০০ টাকা আদায়ের জন্য রংপুর জেলা জজ কোর্টে মামলা রয়েছে এবং কোরাল শিপিং লাইন্স এর দেনা বিষয়েও হাই কোর্টে মামলা রয়েছে। উক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যাপারে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
ii) Property, Plant and Equipment of Tk.1,629,139,129 has carried forward without maintaining any comprehensive records. We could not obtain sufficient appropriate audit evidence relating to the location and existence of opening carrying amount of Property, Plant and Equipment. (Note-3)	কোম্পানির স্থায়ী সম্পদের বিস্তারিত সিডিউল বহিঃ নিরীক্ষকগণকে প্রদান করা হয়। নিরীক্ষকদ্বয়ের চাহিদা ছিল স্থায়ী সম্পদের সমন্বিত রেজিষ্টার। কোম্পানিতে স্থায়ী সম্পদের জন্য বিস্তারিত সিডিউলের সাথে সম্পদ কার্ডও সংরক্ষণ করা হয়। আগামীতে বহিঃনিরীক্ষকগণের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
iii) The Company has total 59.144 acres of freehold land valued at BDT. 2,78,49,084, out of which land measuring 2.30 acres are yet to be registered in the name of the company. Out of the freehold land, land measuring 1.7116 and 0.51 acres are possessed by Chittagong Dry Dock Ltd and 3(Three) filling stations respectively. Further, 0.3859 acres of land has already been acquired by the Chittagong Development Authority for constructing Airport road without payment of compensation to the company. The company has no agreement with Chittagong Dry Dock Ltd for using possession although the company sent several reminders to Chittagong Dry Dock Ltd. to execute lease agreement or to return the possession of the land. Eventually, the Company is deprived Economic benefit that could have	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশনে দাগ নম্বর ভুল থাকায় ২.৩০ একর ভূমি রেজিস্ট্রেশনে বিলম্ব হচ্ছে। দাগ নম্বর সংশোধন করতঃ রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। উক্ত ২.৩০ একর ভূমি কোম্পানির দখলে রয়েছে। কোম্পানির ২.১০ একর ভুমি চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড কর্তৃক পূর্বহতে দখল ও ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে কোম্পানির পক্ষ হতে চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে ব্যবহৃত ভুমি বাস্তব পরিমাপ করে তাদের দখলে ১.৭১১৬ একর (৭৪৫৫৮ বর্গফুট) ভুমি পাওয়া যায়। উক্ত ভূমি ব্যবহারের জন্য ড্রাই ডক ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ের আংশিক ভাড়া পরিশোধ করেছে। চিটাগাং ড্রাইডক লিমিটেডকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধ এবং লীজ এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করার জন্য একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং লীজ এগ্রিমেন্ট সম্পাদনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট ০.৩৮৫৯ একর ভূমি সিডিএ কর্তৃক নির্মিত ও সম্প্রসারিত এয়ার পোর্ট রোডে ব্যবহৃত হয়েছে। এই জমির ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। অপরদিকে ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের সম্পত্তির সিডিউল অনুযায়ী ০.৫১ একর ভূমির উপর পাকিস্তান আমল থেকে মেসার্স পাহাড়তলী ফিলিং ষ্টেশন, হাটহাজারী ফিলিং ষ্টেশন ও কালুরঘাট ফিলিং ষ্টেশন স্থাপিত ছিল। এ বিষয়ে বিপিসি'র সাথে আলোচনা করে নির্দেশনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অডিট কমিটি:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুসারে অডিট কমিটি গঠন করা হয়। অডিট কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিচালনা পর্ষদকে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক বিষয়ের হালনাগাদ তথ্যাদি অবহিতকরণ। কোম্পানির বাৎসরিক বাজেট, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদনসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট অডিট কমিটি কর্তৃক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটিকে কোম্পানির আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষণের জন্য পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

পরিচালকবৃন্দের অবসর গ্রহণ ও নির্বাচন :

এ কোম্পানির সংঘবিধি এর ১৩৯, ১৪০, ১৪১ এবং ১৪৩ নং বিধি অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিচালকবৃন্দের এক তৃতীয়াংশ পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। এ সাধারণ সভায় পরিচালক জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া ও জনাব মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া পরিচালনা পর্ষদ হতে অবসর গ্রহণ করবেন। পরিচালক জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক ও জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া পুনঃনির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন বিধায় তাঁদের'কে পুনঃনির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। অপর পরিচালক জনাব মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে নির্বাচিত পরিচালক বিধায় তাঁর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে পুনরায় শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে একজন পরিচালক নির্বাচনের জন্য ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তে তারা

অন্য কোম্পানিতে পরিচালক বা কোন কমিটির সদস্য হিসাবে থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড হিসাবে জারীকৃত নোটিফিকেশন নাম্বার BSEC/CMR-RCD/2006-158/207/ADMIN/80 তারিখঃ ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. এর সংশ্লিষ্ট ধারা 1(2)(a) অনুসারে কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের স্বাধীন পরিচালকের সংখ্যা ০২ (দুই) জন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে পরিচালকের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০ জনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিচালকবৃন্দের মনোনয়ন ও সম্মানি :

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড হিসাবে জারীকৃত নোটিফিকেশন নাম্বার BSEC/CMR-RCD/2006-158/207/ADMIN/80 তারিখঃ ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে পরিচালকবৃন্দের মনোনয়ন ও সম্মানির বিষয়ে Nomination and Remuneration Committee (NRC) গঠন প্রক্রিয়াধিন আছে।

নিরীক্ষক নিয়োগ :

কোম্পানির বর্তমান বহিঃনিরীক্ষকদ্বয় মেসার্স এ কাশেম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স আহমেদ জাকের এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এ সভায় অবসর গ্রহণ করছে। কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে ৩ বছর পূর্ণ না করায় তাদের পুনঃ নিযুক্তির যোগ্যতা রয়েছে বিধায় উল্লেখিত যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষককে শেয়ারহোল্ডারগণ পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্তির অনুমোদন প্রদান করবেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড হিসাবে জারীকৃত নোটিফিকেশন নাম্বার BSEC/CMR-RCD/2006-158/207/ADMIN/80 তারিখঃ ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে Certification on compliance of corporate governance code এর জন্য আলোচ্য বছরে নিয়োজিত মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য বিদ্যমান ফি'তে পুনঃ নিযুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেছে। অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস'কে Certification on compliance of corporate governance code এর জন্য পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পুনঃ নিযুক্তির অনুমোদন প্রদান করবেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন :

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়নের অংশ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজড অটোমেশন প্রক্রিয়া স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে কোম্পানির একাউন্টিং ও অন্যান্য কার্যক্রম কম্পিউটার নেটওয়্যাক এর আওতায় আনয়নের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানির চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ঢাকাস্থ আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস, ফতুল্লা ডিপো, দৌলতপুর ডিপো, বাঘাবাড়ী ডিপো, চাঁদপুর ডিপো এবং সিলেট ডিপো একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে সবগুলো ডিপো এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর সকল আঞ্চলিক অফিসকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে কম্পিউটারাইজেশন করার প্রক্রিয়া চলছে। কোম্পানিতে ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম এর আওতায় ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং এর প্রচলন করা হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, ঢাকাস্থ আবাসিক অফিস এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন ডিপোর ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনে বর্তমানে ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোম্পানিতে ই-কমার্স সিস্টেম চালু করারও পরিকল্পনা আছে। যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে এবং এটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ডিপোতে তৈলাধার নির্মাণ ও সংস্কার এবং অন্যান্য পরিচালন সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির জ্বালানি তেল মজুদ ও পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪ (চার) তলাবিশিষ্ট আধুনিক অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধান স্থাপনায় ১৫টি স্টোরেজ ট্যাংকে Auto Tank Gauging System স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং অটোমেশন সিস্টেমে প্রোডাক্ট বিক্রির মূল্য গ্রহণ ও ইনভয়েসিং কার্যক্রম ৬টি ডিপোতে চালু করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ০.৩৭৬০ একর জমিতে সিলেট ডিপো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অফিস বিল্ডিং নির্মাণসহ স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ ও অন্যান্য পরিচালন সুবিধা সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম টার্মিনালের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, বাঘাবাড়ী, চাঁদপুর, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরব বাজার ডিপো ও ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

চলমান/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ : লক্ষ টাকা

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয়
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০ তম তলা)	১২,৩৮৩.০০
প্রধান স্থাপনায় দুইটি (১০০০০ মে.টন) স্টোরেজ ট্যাংক রিনোভেশন	৩৭৪.০০
প্রধান স্থাপনায় ৬,৭৫০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ	৭৫৯.০০
প্রধান স্থাপনায় জেনারেটর রুম নির্মাণ	৫৯.০০
সিলেট ডিপোতে ১৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ	২২৪.০০
সিলেট ডিপোতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	৫৯.৫৫
ফতুল্লা ডিপো কালভার্ট নির্মাণ	৬৫.৮৬
দৌলতপুর ডিপোতে রেলওয়ে সাইডিং রিনোভেশন	৮৭.০০

এছাড়া, বিপিসির তত্ত্বাবধানে মংলায় অয়েল ইন্সট্লেশন স্থাপন প্রকল্পে এক-তৃতীয়াংশ এবং এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের এক-পঞ্চমাংশ বিনিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মংলায় অয়েল ইন্সট্লেশন স্থাপন প্রকল্পে এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগের হিস্যা বাবদ ৬৮২২.৪৬ লক্ষ টাকা এবং এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের এক-পঞ্চমাংশ বিনিয়োগের হিস্যা বাবদ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- প্রধান স্থাপনায় অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল /আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ।
- কোম্পানির মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত জমিতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্ত পরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।
- ঢাকার রুপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ও পটুয়াখালির পায়রা বন্দরের সন্নিকটে ডিপো স্থাপন।
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ।
- ঝালকাঠিতে বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক ঝালকাঠি জেলার সুবিধাজনক স্থানে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ।
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন।
- প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।

পরিচালনা পর্ষদ আশা করে যে, বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসমূহ বিশেষতঃ যমুনা ভবন, ঢাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আগামীতে কোম্পানির ব্যবসায়িক কলেবর ও আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ :

বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে কেরোসিনের চাহিদা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সরকারি/বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তেল আমদানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এল এনজি এর ব্যবহার শীঘ্রই ব্যাপকভাবে শুরু হবে বিধায় ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের চাহিদা হ্রাস পাবে। গাড়ীতে অটোগ্যাসের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় অকটেন ও পেট্রোল এর চহিদা হ্রাস পেতে পারে। বেসরকারী পর্যায়ে লুব ও গ্রীজ, এলপিজি ও বিটুমিনের ব্যবসায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব পণ্যের বিপণন প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে জ্বালানি তেল উৎপাদন আমদানী ও বিপণন এর সুযোগ অবারিত করা হলে কোম্পানির ব্যবসায় ব্যপক চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হবে। তবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কোম্পানির সুবিন্যস্থ বিক্রয় নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি ও যথাযথ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পণ্যের বিপণন ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভবপর হবে।

কোম্পানি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বিধায় ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়বে না। এছাড়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে রয়েছে এবং মৌলিক বিপণন যোগ্য পণ্য প্রাথমিক ভাবে বিপিসি হতে আসে বিধায় চলতি মূলধনের প্রয়োজন পড়ে না। নগদ মূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে পণ্য বিক্রয় করা হয় বিধায় কোম্পানির কোন প্রকার তারল্য বা ঋণ ঝুঁকি নিতে হয় না। এছাড়া কোম্পানি সরাসরি কোন পণ্য বিদেশ হতে আমদানী করেনা বিধায় বৈদেশিক মূদ্রার মূল্য উঠা-নামা সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয় প্রযোজ্য নয়।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

কোম্পানি কর্তৃক ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং আরোও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির পরিচালনা দক্ষতার উন্নয়ন ও এর কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে জিডিপির হার ৭% এর বেশী যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও যোগাযোগ ব্যপক বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় কোম্পানির বিপণন যোগ্য পণ্যসমূহের চাহিদা দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপণন নেটওয়ার্ক এর উন্নতি ও আধুনিকায়ন এবং যথাযথ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিক্রয় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। নতুনভাবে প্রচলিত অটোগ্যাস বিপণনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কোম্পানি প্রোডাক্ট হ্যান্ডলিংসহ অন্যান্য পরিচালন আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে পরিচালন খাতে আয় বাড়বে। যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০ তম তলা) বাস্তবায়িত হলে ভাড়া খাতে আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোম্পানির রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। যথাযথ ফান্ড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত আর্থিক মুনাফা ও বিনিয়োগ হতে আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে চলমান ব্যবসায় হিসাবে এ কোম্পানি সফলতার সঙ্গে টিকে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :

কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট থেকে পাওয়া সকল প্রকার সহযোগিতা, উপদেশ ও সমর্থন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে। কোম্পানির অগ্রযাত্রায় মূল্যবান দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড, ওমেরা ফুয়েল্স লিমিটেড, ব্যাংকসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি পরিচালনা পর্ষদ গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পরিচালনা পর্ষদ সারা দেশে বিরাজমান কোম্পানির সকল ডিলার, এজেন্ট/ডিষ্ট্রিবিউটর ও অন্যান্য গ্রাহকবৃন্দকে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নতিতে অবদান রাখায় কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের পরিচালনা পর্ষদ এর পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বোপরি, আমি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের প্রতি অবিচল আস্থা ও সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে শুকুরানা আদায় করছি ও করুনা প্রার্থনা করছি।

সকলের প্রতি পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

(মোঃ সামছুর রহমান)
চেয়ারম্যান